‘বন্ধুত্ব এবং মোবাইল কানেকটিবিটি’!

॥ সাইফ মুন্না ॥

সৃষ্টির পর মানুষ প্রথমে যদিও একটি সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু, এর পর থেকে মানুষ আর ঐ গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ঐ খান থেকে বের হয়ে জড়িয়েছেন সম্পর্কের নানা বেড়াজালে। এর সব গুলোই মধুর সম্পর্ক বলেই প্রতীয়মান। তবে এর মধ্যে কিছু সম্পর্ক জাগতিক সুখকে আরো বেগবান করে তোলে। তার মধ্যে উল্যেখ যোগ্য হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং বন্ধুত্ত্বের সম্পর্ক।

লিঙ্গ ভেদে বন্ধুত্ত্বের যে গন্ডি ছিল তা সমাজ সংসারে স্বীকৃত। আমাদের দেশের মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের চাইতে একটু ভিন্ন এবং প্রয়োজনের চাইতে বেশি আবেগপ্রবন। এ ধারাটা সবার মাঝে বিরাজমান কম বেশী। ছেলেতে-ছেলেতে বন্ধুত্ব এটা প্রচলিত প্রথা বা নিয়ম। কিন্তু আজ এ নিয়ম বজায় রেখে সাথে আরো যোগ হলো, ছেলে + মেয়েতে বন্ধুত্ব। যা আমাদের দেশের গ্রামের সমাজ ব্যবস্থায় এখনো দৃষ্টি কটু। তবে বাংলাদেশ থেকে গ্রামকে বাদ দিলে আর কি থাকে? ১৫ কোটি মানুষের এই ভূ-খন্ড। এই মানচিত্রের কতকোটি মানুষ শহরের বাসিন্দা? এক চতুর্থাংশ মানুষ শহরে বাস করে, আর বাকী অংশ গ্রামে। যারা আজ তথাকথিত শহুরে বাসিন্দা, তারা কোথা থেকে এসেছিল? আজকের এই ঢাকা শহর কত বছর হল বাংলাদেশের গুরুত্ব পূর্ণ শহরে পরিণত হল? খুব বেশিদিন নয়। সাবেক নাম জাহাঙ্গীর নগর বাংলাদেশের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল? আজকের ঢাকা শহরে কয়েক বছর বসবাস করার পর ঢাকাবাসী হিসেবে শরীরে এবং মনে আলাদা এক শিহরণ অণূভব করে।

সাবেক নাম জাহাঙ্গীর নগরের চেয়ে আজকের ঢাকা হাজার গুন বেশি জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশকে কল্পনা করা যায়না! কালের আবর্তনে আজ অনেক পরিবর্তন সমাজ সংসারে। এ পরিবর্তন যে, সব গুলো সুখকর তা কিন্তু নয়। সুখের সাথে দুঃখের অংশটাও কম নয়। আমাদের দেশের তারুন্যের যে পরিবর্তন গুলো লক্ষ্য করা যায় তার বেশির ভাগ শুরু হয় এই তিলোত্তমা নগরী থেকে। যে পরিবর্তনে আছে হতবাক করে দেওয়া অনেক মসলা।

তারুন্য মানে কি? দেওলিয়াপনা! না অন্যকিছু? আমাদের ভাষাটা এমনিতেই অনেকগুলো ভাষার সংমিশ্রনে তৈরী। তবে যদিও অনেক ভাষার সংমিশ্রনে এই ভাষা, তার পরও অনেক সমৃদ্ধ এবং শ্রুতি মধুর। কিন্তু বর্তমান তরুন সমাজ এমন কতসব উদ্ভট শব্দ সংযোযন করেছেন যার কোন আভিধানিক অর্থ নেই কিংবা ভদ্র সমাজে ব্যবহার অযোগ্য। তাহলে এটাই কি তারুন্যের উদ্ভাবন? নাকি তারুন্যের উম্মাদনা? শব্দ গুলো হচ্ছে, যেমন: জাকানাকা, জাক্কাস. জোশ, ফাটাফাটি, উরাদুরা ইত্যাদি। তারুন্যের উম্মাদনাকে আরেক দাপ এগিয়ে নিতে উঠে পড়ে লেগেছে বাংলাদেশের মোবাইল কোম্পানী গুলো। এক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফলও বটে। ১৫ কোটি মানুষের দেশে একটি সরকারী কোম্পানী সহ মোট ছয়টি মোবাইল অপারেটর কোম্পানী! তারা ২ কোটি ৭৫ লাখ গ্রাহক সৃষ্টি করেছে এ পর্যন্ত। এর মধ্যে ৬০% গ্রাহক তরুন সমাজ। বিভিন্ন অফারের মাধ্যমে মোবাইল টেকনোলজিকে ব্যবহারের এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, যা দেখলে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। মাত্র ০.৩০ টাকায় ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলার অফার! কোন কোন কোম্পানী দিয়ে দিচ্ছে একধম ফ্রি টক টাইম, তাও আবার রাত ১২টার পর! কেন? কার জন্য রাত ১২টার পর এমন দূর্লভ অফার? ধ্বংস হচ্ছে তরুন সমাজ। এক-একজন তরুন তরুনীর কাছে ৪/৫ টা করে বিভিন্ন কোম্পানীর সিম সংগ্রহে আছে। আমরা দেশের বাইরে আছি, দেখছি এখানকার মোবাইল কোম্পানী গুলোর অফার। হাজার-লক্ষ টাকা পকেটে থাকার পরেও আমাদের একটি মাত্র কোম্পানীর সিম ব্যবহার করতেও কষ্ট হচ্ছে। সেখানে একজন ছাত্র বা ছাত্রী কি করে ৪/৫ টা কোম্পানীর সিম ব্যবহার করে? (!) কোথা থেকে আসে তাদের ফোন বিল?(!) **এক সমীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের চাইতে ছেলেদের ফোন বিল বেশি। মেয়েরা মিস কল দিলেই ছেলেরা কল ব্যাক করবে, এটা যেন একটি অলিখিত মোবাইল সংবিধানের গুরুত্ব পূর্ণ ধারা বা অনুচ্ছেদ!**

সচরাচর ব্যবহৃত বাংলা শব্দ 'বন্ধু'। আজ তা মোটামুটি বিলীন হতে চলেছে ইংরেজী ফ্রেন্ড শব্দটির বহুল প্রচলনের মধ্য দিয়ে। এখানে দ্বন্ধ বেড়েছে অনেক। কারণ, ফ্রেন্ড শব্দটি ব্যবহার করলে বোঝা মুশকিল ছেলে না মেয়ে! কিন্তু, সহজ সরল ও শ্রুতি মধুর বাংলা 'বন্ধু' শব্দটি ব্যবহার করলে বুঝতে কোন কষ্ট হয়না ছেলে না মেয়ে। কারণ, এখানে 'বন্ধু' বলতে একজন ছেলেকে বুঝায়, আর মেয়ে হচ্ছে একজন 'বান্ধবী'। নিজস্ব ভাষায় কোন দ্বন্ধ নেই। তারপরও আমরা এই বিদেশী ভাষাটা ব্যবহার করে অনেক গর্ববোধ করি। বিদেশী ভাষা ব্যবহার করা দোষের কিছু নয়। কিন্তু, ক্ষেত্র বিশেষ দ্বিধাদন্ধ দুর করতে হলে নিজস্ব ভাষাটাই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় কি? কেন আমরা শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষেতের মত আচরণ করছি?

বন্ধুত্ব এবং মোবাইল ফোন, এ যেন একে অপরের সম্পুরক! বর্তমান সময়ে বন্ধুত্বের ষোল কলা পূর্ণ হচ্ছে এই মোবাইল টেকনোলজীর কল্যানে। দিন-দিন বাড়ছে বন্ধুত্বের সংখ্যা। সেই সঙ্গে বান্ধবীর সংখ্যাও কম নয়। টিন এজার একজন ছেলে কিংবা মেয়ের মোবাইল ফোনে উভয় লিঙ্গের ফোন নাম্বার থাকবেনা, এটা হবে মারাত্মক দুঃচিন্তার বিষয় এবং কঠিন একটা ব্যাপার। দেখা গেছে, একজন তরুনীর সেল ফোনে আরেকটি মেয়ের নাম দিয়ে লেখা আছে তার প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বন্ধুটির নাম। বন্ধুটি যখন ফোন করে তখন মোবাইলের ডিসপ্লেতে নামটি আসে রিয়া কিংবা রূমকি নামে। অনেকটা হাস্যকর। কিন্তু, অসাবধানতা বসতঃ তার ফোনটি রিসিভ করে ফেলে বোন কিংবা ভাবী। আর তখন থেকেই কম-বেশি বিড়ম্বনার স্বীকারতো হতেই হয়। তার পরও বন্ধুত্বের সাম্পান কিন্তু থেমে নেই। বন্ধুত্ব চলছে তার আপন গতিতে, গতিবেগ বাড়িয়ে। সময়ের পরিবর্তন এবং নিত্য-নতুন টেকনলজির উদ্ভাবন মানুষের জীবন ধারাকে আমুল পরিবর্তন করে দিয়েছে। পবিবর্তন করে দিয়েছে বন্ধুত্বের পরিধিও!

উল্লেখ্যঃ টিপুকে দেখেছি সব সময় তার সেল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। সব সময় মোবাইলের কি বোর্ডে আঙ্গুল দিয়ে টিপা-টিপি করতে থাকে। প্রত্যেক ৩০-৪০ মিনিট, এক ঘন্টা, দু'ঘন্টা পর-পর মোবাইল ফোনে বেজে উঠে একই ধরনের রিং টোন। না, এই রিং টোন ফোন কলের নয়, এই রিং টোন এস.এম.এসের। এস.এম.এস রিসিভ করে কখনো-কখনো টিপুকে আপন মনে হাসতে দেখেছি। আবার কখনো-কখনো মুখের ভাব খানা এমন দেখেছি যে হাতের কাছে পেলে কিছু একটা হয়ে যেত নির্ঘাত। অনুমান করে বলা যায়।

টিপু, এখানকার এক কোম্পানীর অফিসে চাকুরী করে। মোটা-মোটি ভাল চাকুরী এবং ভাল বেতন। মাত্র কিছুদিন আগেও টিপুকে সহজ-সরল, শান্ত-শিষ্ট ছেলে হিসেবে জানত বাংলাদেশী কম্যুনীটির সবাই। কিন্তু, হঠাৎ টিপুর এই পরিবর্তন সবাইকে বিস্মিত করে তুলেছে। টিপু এখন সারাক্ষন মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত। হয়তঃ ফোন করছে না হয় এস.এম.এস। নাওয়া খাওয়ারও এক রকম পরিবর্তন! কোন কিছু আর আগের সময় মত হয়না! এখন টিপুর মাসিক পুরো বেতন দিয়েও হাত খরচ কুলোয়না! টিপু মাত্র ক'মাসে হাজার-হাজার টাকার অপচয় করে ফেলেছে তার এই মোবাইলের পেছনে। এক পর্যায়ে নিজের ওয়ার্ক পারমিট জমা রেখে মোবাইলের খরচ যোগানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল, এবং করেছেও তাই! খোঁজ নিয়ে এর কারণ জানতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু, কেউ জানেনা কেন এই অবস্থা এই ছেলেটির, কার সাথে এত কথা বলে! সব চেষ্টা ব্যার্থ হওয়ায় খোদ টিপুর সাথে দেখা করে জানতে চাইলাম কেন ওর এই অবস্থা। প্রথমে টিপু লজ্জার কারণে বলতে চাইলনা কিছু। টিপুকে সব রকমের সহযোগীতা দেওয়ার কথা বলে শুনলাম ওর এক উদ্ভট বন্ধুত্বের কথা। যে বন্ধুত্ব কাঙ্গাল করে দিল। যে বন্ধুত্ব ধীরে-ধীরে প্রেমের কথা বলে, ভালোবাসার কথা বলে টিপুকে নিয়ে যেতে লাগল ধ্বংসের সিড়ীতে। বুঝতে চেষ্টা করলাম এই সম্পর্কের ভিত্তি কি?

টিপুর কথা অনুযায়ী ফোনের অপর প্রান্তে থাকা মেয়েটির সাথে ওর যোগাযোগ মিস কলের মাধ্যমে। বাংলাদেশ থেকে কোন এক বিকেল বেলায় মিস কল আসে টিপুর সেল ফোনে। টিপুর ধারণা ছিল কোন পরিচিত 'বন্ধু' হবে হয়তঃ। কে জানত, সেদিনের সেই মিস কল টিপুকে এত দুর নিয়ে যাবে। কল ব্যাক করার পর টিপু বুঝতে পারল তার কোন পরিচিত 'বন্ধু' নয়। অপর প্রান্তে রয়েছে অপরিচিত সু-মধুর এক নারী কন্ঠ। এ কথা, সে কথা বলে টিপু পরিচয় জানতে চাইল। কিন্তু না, পরিচয় না দিয়ে বলল এত তাড়াতাড়ী কেন? কিছুদিন অপেক্ষা করুন। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর পরিচয় দিলো। নাম লাইজু, স্ব-পরিবারে ঢাকায় থাকা, কলেজ পড়ুয়া বলে। যত দিন গেল তাতই টিপু তার দিকে ঝুকতে থাকে। অবশ্য না ঝোকারও কোন উপায় নেই। কারণ, সেল ফোনে এমন ন্যাকামী করে কথা বলতঃ যেন টিপু ছাড়া মেয়েটির সব

কিছু অচল, অসার। টিপুকে জিজ্ঞেস করলাম মেয়েটি সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য আছে কিনা? না, নেই! শুধু আছে বুক ভরা বিশ্বাস!

শুধুই কৌতুহল বশতঃ জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এবং ইবলিশের হাড্ডি ভাইপো রনি কে দায়িত্ব দিলাম এই মেয়েকে খুঁজে বের করার। রনি যে কি জিনিস, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন! রনি কে দায়িত্ব দিয়ে নিঃশ্চিত থাকলাম। আমার সোনার চাঁন ভাইপো মাত্র সতের দিন সময় নিয়ে লাইজুর পুরো জীবন বৃত্তান্ত খুঁজে বের করল। সেই সাথে লাইজুর সাথে গড়ে তুলল নির্মল এক বন্ধুত্ব। ভাইপো আমার প্লে-মেকার! লাইজুর দেশের বাড়ী চুয়াডাঙ্গা, ঢাকার একটি কলেজ থেকে অনার্স করছে। থাকে ম্যাচে। সব চাইতে বড় কথা হল, এ লাইজু, লাইজু নয়! এ হচ্ছে মাবিয়া! এ মেয়ে অবিবাহীত নয়, এক বছর আগে এ মেয়ের বিয়ে হয় তার দুর সম্পর্কের এক খালাত ভাইয়ের সাথে। কিন্তু, মাবিয়ার পরিবারের ইচ্ছা ছিল মেয়েকে বিয়ের পরেও যাতে পড়তে দেয়া হয়। সেই মোতাবেক মাবিয়া এখন ঢাকায় ম্যাচে থেকে পড়াশোনা করছে।

এরি মাঝে টিপুকেও বললাম লাইজুর সাথে আগের মত করে যোগাযোগটা রক্ষা করতে। রনি সব সময় কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করত। রনি যখন পুরোপুরি সফল তখন সময় করে একদিন টিপুর কথা জিজ্ঞেস করে লাইজুকে। রনি'র মুখে টিপুর কথা শুনে লাইজু ঘাবড়ে যায়! লাইজুর চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, মুখ শুকিয়ে যায়, মুখ দিয়ে কোন কথা বের হয়না। রনি ধমকের সুরে আবারো যখন জিজ্ঞেস করে দু'চোখে শ্রাবণধারা প্রবাহিত করে বুকফাটা আর্তনাদে ফেটে পড়ে লাইজু নামধারী মাবিয়া! রনি'র পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলে। রনি আমাদের প্লানের কথা সব লাইজু ওরফে মাবিয়াকে জানিয়ে দিল এবং বলল টিপুর কাছে ফোন করে ক্ষমা চেয়ে নেয়ার জন্য। মাবিয়া তাই করল। টিপু ছোট-ছোট দীর্ঘশ্বাসে লাইজু ওরফে মাবিয়াকে ক্ষমা করার কথা বলে। এর প্রায় দু'সপ্তাহ পর থেকে মাবিয়াকে পূর্বের ঐ ম্যাচে যেমন পাওয়া যায়নি তেমনি পাওয়া যায়নি আগের ঐ ফোন নাম্বারে। এভাবেই কবর হয়ে গেল টিপুর এক মর্মান্তিক বন্ধুত্ব এবং মোবাইল কানেকটিবিটির। এই উদ্ভট বন্ধুত্ব টিপুকে করে দিল ফতুর। প্রায় ছ'মাস লেগেছিল টিপু আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে। এখন আর টিপু মোবাইল কানেকটিবিটির কথা শুনতে পারেনা। এক কালো অধ্যায়ের পর আবার ফিরে গেল স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়। টিপু এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছে। এই এক টিপুকে আমি দেখেছি, হাজারো-লাখো টিপু পড়ে আছে আমাদের দেশে!

বাংলাদেশে মোবাইল টেকনোলজীর সহজ লভ্যতা, মোবাইল কোম্পানী গুলোর ব্যবসায়ীক কু' পলিসির এবং এর ভূল ব্যবহারের কারণে তরুন সমাজ মারাত্মক এক ভাইরাসে আক্রান্ত! এ অবস্থা থেকে উত্তরণ না ঘটলে ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য...

** সুপ্রিয় পাঠক, লাইজু এবং টিপুর কাহিনী বাস্তব এক ঘটনার সংকলন।

তারিখঃ ২৯-০৯-২০০৭ ইং
রিয়াদ-সউদীআরব
saif.munna@gmail.com